টার্গেট যখন নারী

বিনয় দত্ত

Women have always been the primary victims of war। এটি দিবালোকের মতো সত্য। কিন্তু এই অমোঘ সত্য কথা কেন জানি আমার মানতে কষ্ট হয়। পরিস্থিতি এখন এমন হয়েছে, শুধু যুদ্ধ নয়, নারীরা এখন যে কোনো সহিংসতার প্রথম টার্গেট। সাথে যুক্ত হয়েছে শিশু। ইতিহাসের শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত নারী এবং শিশুই যুদ্ধ, দাঙ্গা, সহিংসতার প্রথম লক্ষ্যবস্তু। কেন এমন হয় বা হবে?

"১৯৮৯ থেকে ১৯৯৭ সালের মধ্যে ৬৯টি দেশের মধ্যে ১০৩ বার সশস্ত্র সহিংসতার ঘটনা ঘটেছে। এই হিসেব আমাদের এটি প্রতীয়মান করতে বাধ্য করে যে, খুবই ঘন ঘন দেশে দেশে সহিংসতা দেখা দিচ্ছে (ইউএনএইচসিআর, ২০০৫)। সহিংসতায় নারী এবং পুরুষের লিঙ্গভিত্তিক আলাদা পরিণতি থাকলেও ইতিহাসে বা সামাজিক গবেষণায় এই বিষয়টি এতদিন অবহেলিতই থেকে গেছে। বর্তমান সময়ে সংঘটিত যুদ্ধের প্রক্রিয়াগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যুদ্ধে নারীকে বিশেষ উপায়ে টার্গেট করা হয়।"[১৯]

পৃথিবীর ইতিহাস এরকমই। সব সময় যে কোনো সংঘাতে নারীই মুখ্য হয়ে ওঠে। জ্ঞানত বা অজ্ঞতাবশত। সবকিছু যেন নারীর বলি হওয়ার জন্য। সংঘাতকারীও এসে নারীকে বলি করে প্রথম। এমনটি কি হওয়ার কথা ছিল?

নারীর পোশাক, চলন, খাবার, দর্শন, ধর্ম সবকিছু যেন ইচ্ছাকৃতভাবে আলোচনা বা সমালোচনায় আনা হয়। ভাবতাম আমরাই সভ্যতা থেকে দূরে সরছি; কিন্তু তা না, সব জায়গায়ই একই অবস্থা। পৃথিবীব্যাপী এই সংকট প্রকট থেকে প্রকটতর হচ্ছে।

পোশাক যখন শত্রু

৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২, ভারতের কর্নাটকের একজন ছাত্রী মুসকান খান পোশাকের কারণে রোষানলের শিকার হন। মুসকান বলেন, আমি আগে থেকে কিছুই জানতাম না। সব সময় যেভাবে কলেজে যাই, সেভাবেই গেলাম। বাইরে থেকে আসা একদল লোক সেখানে বলল যে বোরকা পরে কলেজের ভেতরে যাওয়া যাবে না। কলেজে যেতে হলে বোরকা ও হিজাব খুলে ভেতরে যেতে হবে। তুমি যদি বোরকা পরে থাকতে চাও, তবে বাড়ি ফিরে যাও।[২০]

---

[১৯] নারী ও প্রগতি, বর্ষ ৫, সংখ্যা ১০, জুলাই-ডিসেম্বর ২০১০, পৃষ্ঠা ৫৪

[২০] হিজাব বিতর্ক : ভারতের কর্নাটকের ছাত্রী মুসকান খান বললেন, 'যখন ভয় পাই, তখন আমি আল্লাহর নাম নিই', বিবিসি বাংলা, ১০ ফেব্রুয়ারি ২০২২।

ভারত-বাংলাদেশ সব জায়গায়ই একই অবস্থা। এই গোটা উপমহাদেশ অনেক বেশি সাম্প্রদায়িক। সাম্প্রদায়িকতা সবার মগজে-মননে। যে কোনো কিছুর জন্য সবাই সাম্প্রদায়িক হয়ে ওঠে।

১৮ মে ২০২২, বুধবার। ভোরে নরসিংদী রেলস্টেশনে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণীকে হেনস্তা করা হয়। তরুণী বলেন, বন্ধুদের হেনস্তা করার সময় একজন প্রবীণ নারী ভিক্ষুক ছাড়া আর কেউ প্রতিবাদ করেন নি। গালিগালাজ করতে করতে চারজন নারী-পুরুষ মেয়েটির পোশাক ধরে টানছিলেন।

...এক বোরকা পরিহিত নারী ও দুজন পুরুষ ওই নারীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে গালিগালাজ করতে থাকেন তাকে। এক ব্যক্তি ভিডিও করছিলেন, তিনি সবচেয়ে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করছিলেন।

'...আমি আসলে কিছু ভুলতে পারছি না। খালি মনে হচ্ছে, আমার সঙ্গে কেন এমন হলো! নিজের ইচ্ছেমতো পোশাকও পরা যাবে না! এক এলাকার লোক অন্য এলাকায় গেলে তো ভালো ব্যবহার করার কথা। আমার সঙ্গে কেন তাঁরা এমন করল? আমার আসলে মানসিক স্থিতিশীলতার জন্য কাউন্সিলিংয়ে যেতে হবে।'[২১]

দুটো ঘটনা দুই দেশে ঘটেছে। একই বছরের ঘটনা। একটা ফেব্রুয়ারিতে আরেকটা মে মাসে। মুসকানের সময় বাংলাদেশের লোকজন পোশাকের স্বাধীনতা নিয়ে অনেক উচ্চবাচ্য করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম থেকে শুরু করে গণমাধ্যমে সবাই ছিলেন সরব। নরসিংদীর ঘটনার সময় একই লোকগুলো ভুক্তভোগী তরুণীকে দোষারোপ করা শুরু করেন। সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিভিন্ন অঙ্গনের, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লোকজনের বক্তব্য, তরুণী কেন সেখানে এই পোশাক পরে গেল? এই ধরনের পক্ষপাতমূলক উগ্রচিন্তা আমাদের নারীদের আরো বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দেয়।

তবে এই দুই ঘটনার বাইরে যে ঘটনা সবাইকে বিস্মিত করেছে তা হলো, মাশা আমিনির ঘটনা। মাশা আমিনি ২২ বছর বয়সী ইরানি তরুণী। হিজাব পরে নি দেখে ১৩ সেপ্টেম্বর ২০২২ তাকে আটক করে ইরানের পুলিশ। এরপর পুলিশ কাস্টডিতে তার মৃত্যু হয়। সংবাদমাধ্যম বলছে, হিজাব না পরায় তাকে পিটিয়ে খুন করেছে পুলিশ।[২২]

প্রশ্ন হলো, নারী কী পরবে কী পরবে না তা তার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের বিষয়। এই কথাটা আমরা সবাই বলি কিন্তু কেউই মানি না। মানতে চাই না। পোশাকের বিষয়ে আমাদের উগ্রতা এখন বেশি

[২১] 'ঘুমের মধ্যেও চিৎকার করে কেঁদে উঠছেন' : নরসিংদীতে পোশাক নিয়ে হেনস্তার শিকার তরুণী, নাজনীন আখতার, প্রথম আলো, ২২ মে ২০২২।

[২২] Protests in Iran at death of Kurdish woman after arrest by morality police, Weronika Strzyżyńska, The Guardian, 17 September 2022.

বেশি প্রত্যক্ষ করা যাচ্ছে। আসলে এই উগ্রতা সবার মননে। উগ্রতা স্বাধীনভাবে চলা নারীর প্রতি। সবকিছুতেই আমরা নারীকে বেঁধে ফেলতে চাইছি।

২ এপ্রিল ২০২২, রাজধানীর তেজগাঁও। তেজগাঁও কলেজের থিয়েটার অ্যান্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগের শিক্ষিকা ড. লতা সমাদ্দার হেঁটে যাচ্ছিলেন। পুলিশ কনস্টেবল নাজমুল তারেক ড. লতা সমাদ্দারকে বলেন, টিপ পরছোস কেন?

লতা সমাদ্দার জানান, 'আমি হেঁটে কলেজের দিকে যাচ্ছিলাম, হুট করে পাশ থেকে মধ্যবয়সী, লম্বা দাড়িওয়ালা একজন "টিপ পরছোস কেন" বলেই বাজে গালি দিলেন। ...আমি পেছন ফিরে গিয়ে তাঁর আচরণের প্রতিবাদ করায় তিনি আরো গালিগালাজ করেন। ...কথা বলার একপর্যায়ে বলতে গেলে আমার গায়ের ওপর দিয়ে বাইক চালিয়ে দিচ্ছিলেন। আমি বাধ্য হই পিছিয়ে যেতে। তবু আমার পায়ে আঘাত লাগে। বাইকটি চালানোর পর বাইকের নম্বর যতটুকু মনে আছে (মোটরবাইক নম্বর ১৩৩৯৭০), তা পুলিশকে দিয়েছি।'

গণমাধ্যম থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে বিভিন্ন মানুষজন এই ঘটনার বিপরীতে ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করেন। নারীবিদ্বেষীদের অনেকেই পুলিশ কনস্টেবল নাজমুল তারেকের পক্ষে দাঁড়িয়ে ড. লতা সমাদ্দারকে ভিকটিম করার পরিকল্পনায় মেতে ওঠেন। পরিশেষে প্রমাণিত হয় কনস্টেবল নাজমুল তারেকই এই জঘন্য কাজটি করেছে। পরে তাকে বহিষ্কার করা হয়।

লতা সমাদ্দার এই পুরো সময় মনে সাহস রেখেছেন। তিনি শিক্ষিত ও অধিকার সচেতন বলেই লড়ে যাওয়ার পথে হেঁটেছেন। সমাজে এইরকম অসংখ্য লতা সমাদ্দার আছেন, যারা নিভৃতে অন্যায় সহ্য করে যাচ্ছেন। বুলিংয়ের শিকার হচ্ছেন। পোশাক বা টিপ পরার কারণে প্রতিনিয়ত পুলিশের পোশাকপরা নাজমুল তারেক বা নাম না জানা নাজমুল তারেকের ক্ষোভের শিকার হচ্ছেন। ঘটনার পর ভিকটিমকে যে যুদ্ধের ভেতর দিয়ে যেতে হয়, তা বর্ণনা করার মতো নয়। প্রায়শ এই যুদ্ধ নারীকে একাই মোকাবেলা করতে হয়।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, '(হয়রানির শিকার হওয়ার সময়) আমি ছিলাম একা, কিন্তু এখন আমি একা না। আমার সাথে অসংখ্য মানুষ চান নারীরা নিরাপদে চলুক। যৌন হয়রানি বন্ধ হোক। এখন আমার মনে হচ্ছে, বাঁচতে হলে লড়াই করেই বাঁচতে হয়। অসম্মান নিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে লড়াই করে মৃত্যুও ভালো।

...আমি চাই নারীর প্রতি হয়রানি, যৌন হয়রানি বন্ধ হোক। যারা চান, এমন মানুষই বেশি। অল্প কিছু মানুষ আছেন যারা মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক চিন্তা করেন। তাদের জন্য যেন আমার সোনার বাংলাদেশ নষ্ট না হয়।'[২৩]

[২৩] বাঁচতে হলে লড়াই করেই বাঁচতে হয় : লতা সমাদ্দার, অনলাইন ডেস্ক, সমকাল, ০৫ এপ্রিল ২০২২।

প্রশ্ন হলো, এইভাবে কতদিন একজন নারী যুদ্ধ করবেন? রাষ্ট্র, প্রশাসন বা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থা যখন এই ধরনের লোকে সয়লাব হয়ে যায়, তখন নারী একা বেশি দূর আগাতে পারে না। জেন্ডার অসংবেদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মানুষগুলোকে নিরস্ত করতে রাষ্ট্রব্যবস্থা ও প্রশাসনের মধ্যে প্রভূত পরিবর্তন আনা দরকার। কিন্তু সেই পরিবর্তন কি হচ্ছে?

ঘটনা পরিকল্পিত, ভুক্তভোগী নারী

বিজ্ঞানশিক্ষক হৃদয় মণ্ডলের ঘটনা সবারই জানা। মুন্সিগঞ্জের বিনোদপুর রামকুমার উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক হৃদয় চন্দ্র মণ্ডল। পড়ান বিজ্ঞান। ধর্ম অবমাননার অভিযোগে তাঁকে জেলে যেতে হয়। ২০ মার্চ ২০২২, হৃদয় মণ্ডল ক্লাসে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেন। প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন আহমেদ এবং স্কুল সহকারী মো. আসাদ যৌথভাবে পরিকল্পনা করেন। শিক্ষার্থীরা হৃদয় মণ্ডলকে ফাঁসানোর জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বটি মোবাইলে ভিডিও করেন। শিক্ষার্থীরা সেই ভিডিও প্রধান শিক্ষকের কাছে জমা দেয় এবং ধর্ম অবমাননার অভিযোগ করে।

প্রধান শিক্ষক আলাউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, দশম শ্রেণির ক্লাসে ছাত্র শিক্ষকের প্রশ্ন-উত্তরের ঘটনা ঘটে। কিন্তু তার পরদিন ১০/১২ জন ছাত্র এসে আমার কাছে বিজ্ঞান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ করে।

শিক্ষক হৃদয় মণ্ডলের স্ত্রী ববিতা হাওলাদার বলেন, 'ওই ঘটনার পর থেকে আমরা নিরাপত্তাহীনতায় আছি। কেউ আমাদের খোঁজ-খবরও নেয় নি। শুধুমাত্র সাংবাদিকরা খোঁজ-খবর নিচ্ছেন। ...আমার স্বামীকে প্রধান শিক্ষক কারণ দর্শানোর নোটিশ দিয়েছিলেন। ছাত্ররা সেটি মেনেও নিয়েছিল। তবে বহিরাগতরা মানে নি। তারা ঘটনার দিন বাসায় এসে ঢিল ছুড়েছে, লাঠি দিয়ে দরজায় আঘাত করেছে। গালি দিয়ে বাসা থেকে বের হতে বলেছে। আমার স্বামী একজন ভালো শিক্ষক। আর ৬ বছর ছিল তাঁর চাকরির মেয়াদ। স্কুলের কোয়ার্টারে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছি। স্কুলের কেউ কেউ চাচ্ছিলেন না আমরা এ সুবিধা পাই। আমি শতভাগ নিশ্চিত উসকানি দিয়ে আমার স্বামীকে মিথ্যা অভিযোগে জড়ানো হয়েছে।'

এখানে দেখা যাচ্ছে, ঘটনা প্রমাণিত হওয়ার আগেই একজন নারী তার হুট করে একা হয়ে গেলেন। কঠিন সংকটে পড়ে গেলেন। স্বামী জেলে গেলেন। এই সংকটপূর্ণ পথ তাঁকে একাই পার করতে হয়। কতটা ধীশক্তিসম্পন্ন হলে এই ধরনের সংকটে মাথা ঠান্ডা রেখে একজন সবকিছু সামলাতে পারেন!

ববিতা হাওলাদার বলেন, 'আমরা এখন যেখানে থাকি, অনেক নিরাপত্তাহীনতার মধ্যে আছি। সব সময় মনে হয়, কেউ আমাদের তাড়া করছে। এ ঘটনার পর বাসা থেকে বের হলেই আমাকে "মণ্ডল মণ্ডল" বলে ডাকা হয়।'[২৪]

প্রশ্ন হলো, হৃদয় মণ্ডলকে যখন জেলে নেওয়া হলো তখন কি তাঁর পরিবারের কথা কেউ ভেবেছেন? তাঁর পরিবারের লোকজন, বিশেষ করে তাঁর স্ত্রী ববিতা হাওলাদার কীভাবে দিন পার করেছেন তা নিয়ে কারো মাথাব্যথা ছিল বলে মনে হয় না। চারদিকে হায়েনার দল তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদের ঘিরে রাখে। ববিতা হাওলাদার বলেন এলাকার লোকজন "মণ্ডল মণ্ডল" বলে ডাকতে শুরু করেছেন। সেই সময় ববিতার কেমন লেগেছে তা বোঝা যায়। কারণ তাঁকে প্রতিদিন বের হতে হয়েছে। বাচ্চাদের খাওয়াতে হয়েছে। বাজার করতে হয়েছে। এই ধরনের সংকটে একজন নারীর যুদ্ধ কারো দেখার কথা নয়।

হৃদয় মণ্ডলের মুক্তির দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় সভা, সমাবেশ হয়েছে। সেইসব সভা, সমাবেশে ববিতা হাওলাদারকে ছুটতে হয়েছে। কথা বলতে হয়েছে। মুক্তির দাবিতে সবাইকে অনুরোধ করতে হয়েছে। যখন তিনি ছুটেছেন তখন তাঁর সন্তানদের তিনি একা ছেড়েছেন। যেভাবে লোকজন পেছনে লেগেছিল তাতে বিপদ আসতেই পারত। সবকিছু মাথায় নিয়েই তিনি এই দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়েছেন। এই যে ববিতা হাওলাদারের সংগ্রাম তা কি অন্য কেউ লড়ে দিয়েছে? দেয় নি।

এই রকম বিভিন্ন সংকটের কথা আমরা ববিতা হাওলাদারের ক্ষেত্রে যেমন দেখেছি, তেমনই দেখেছি রুহিনী সিনহার ক্ষেত্রে। রুহিনী সিনহা মুক্তিযুদ্ধের সময় একাই লড়েছেন।

'আমার তিনটা মেয়ে। একটার আবার বাচ্চা হয়েছে মাত্র নয় দিন আগে।...ঘরের রাস্তার দিকটা ছেড়ে দিয়ে আমি পেছনের দুই রুমে সবাইকে নিয়ে গেলাম। দেবর আছে, আরও দুইজন ছেলে এবং ৭-৮টা জোয়ান মেয়ে। তিনতলা বাড়িতে সবাই থাকত। ওই সময় সবাইকে আমার কাছে দিয়ে গেছে। তখন মেয়েগুলিকে খাটের নীচে ভরে দিয়ে সামনে বিছানা ঝুলিয়ে দিলাম। আমার ছোট তৃতীয় শ্রেণির একটা ছেলে ছিল। ওকে বুঝাইলাম বাবা একটা কথা মনে রাইখো, আমার কিছু না হওয়া পর্যন্ত তোমরা চেহারা দেখাইবা না। আমি সাদা কাপড় পরতাম। সে সময় একটা রঙিন কাপড় পরা ছিল, ওইটা পরেই বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে বসে আছি। ছোট্ট নয় দিনের বাচ্চাটা কান্না করছে। হঠাৎ আর্মিরা চলে আসল।

[২৪] হৃদয় মণ্ডলের মুক্তির দাবিতে সমাবেশ, ঘটনা পরিকল্পিত, স্বামীর মুক্তি চাইলেন ববিতা হাওলাদার, প্রতিবেদক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রথম আলো, ০৯ এপ্রিল ২০২২।

আমি দরজা খুলে দেখতেই আমার বুকে বন্দুক ধরল। আমার সারা শরীরে কাঁপুনি উঠে গেছে। বিকট চেহারা। তখন আমি বললাম, বাবা এখানে কোনো বেটা-ছেলে নাই, এই বাচ্চাটাকে নিয়ে আমি একাই থাকি। সব চলে গেছে।[২৫]

মুক্তিযুদ্ধের সময়কার হত্যা ও ধর্ষণ ছিল পাকিস্তানের পরিকল্পনার অংশ। পাকিস্তানিরা এই দেশে এসেইছিল হিন্দু নিধনে। পাকিস্তানি সৈন্যদের বলা হয়েছিল, পূর্ব পাকিস্তান হিন্দুদের দখলে চলে যাচ্ছে, তাই হিন্দু নিধন করতে হবে। পাকিস্তানিদের বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে এর বর্ণনা পাওয়া যায়। দেশ স্বাধীন হয়েছে কিন্তু পরিকল্পনা যেন একই। বেছে হিন্দু শিক্ষকদের টার্গেট করা হচ্ছে। শ্যামল কান্তি ভক্ত, হৃদয় মণ্ডল, আমোদিনী পাল, স্বপন কুমার বিশ্বাস, উৎপল কুমার সরকার। ভবিষ্যতে আরো নাম যুক্ত হবে। আর পুরুষ শিক্ষকদের স্ত্রী-সন্তানদের সেই কঠিন, সংকটপূর্ণ যাত্রা একাই পার করতে হবে।

এইখানে আমোদিনী পালের ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। ৮ এপ্রিল ২০২২, দেশের প্রায় গণমাধ্যমে একটা প্রতিবেদন ছড়িয়ে পড়ে। হিজাব পরে না আসায় শিক্ষার্থীদের মারধর করেন আমোদিনী পাল। প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়, ভাইরাল হওয়া একটা ভিডিও দেখে। ঘটনার সত্যতা যাচাই করা ছাড়াই সবাই এই রিপোর্ট করে। ঘটনা জানা যায় আরো পরে। ততক্ষণে আমোদিনী পাল বুলিংয়ের শিকার।

৬ এপ্রিল ২০২২, স্কুলের ছেলেমেয়ে শিক্ষার্থীদের কয়েকজন নির্ধারিত স্কুলড্রেস পরে আসে নি। আমোদিনী পাল, গোলাম মোস্তফা, বদিউল আলমসহ অন্যান্য সব শিক্ষক মাঠে ছিলেন। বদিউল আলম ছেলেশিক্ষার্থীদের এবং আমোদিনী পাল মেয়েশিক্ষার্থীদের স্কুলড্রেস না পরে আসার জন্য বকাঝকা করেন। গোলাম মোস্তফা বলেছেন, 'আমরা কাউকে মারিনি বা শাস্তি দিইনি। শুধু বকাঝকা করেছি। কারণ তারা স্কুলড্রেস পরে আসে না।'

মজার বিষয় হলো, যে ভিডিও ছড়িয়েছে তা ৬ এপ্রিল ২০২২ তারিখের নয়। ওইদিন কোনো শিক্ষার্থীদের ভিডিও করা হয় নি। সেইসময় তারা হিজাব বা বোরখা পরে আসে নি। এটা আমার কথা নয়, শিক্ষকদের কথা। আমি তাদের সাথেও কথা বলেছি।

৭ এপ্রিল ২০২২, শিক্ষার্থীদের আবার জড়ো করা হয়। তখন তারা হিজাব পরে আসে। তাদের বলানো হয়, হিজাবের কারণে তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছে।

হটকেক পেয়ে গণমাধ্যম তা লুফে নেয়। একপক্ষের ঘটনা শুনে তার ভিত্তিতেই প্রতিবেদন ছেপে দেয়। বেশির ভাগ গণমাধ্যমের শিরোনাম হলো, হিজাব পরায় ছাত্রীদের পেটালেন শিক্ষিকা। সাংবাদিকতা যে নষ্ট হয়ে গেছে তারই নমুনা এটা। দেশের বেশির ভাগ গণমাধ্যম এটা হেডলাইন

[২৫] হিন্দু জনগোষ্ঠীর একাত্তর, সম্পাদনা আফসান চৌধুরী, গণহত্যা ও নির্যাতন, রুহিনী সিনহা, প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ২০২০, পৃষ্ঠা ১১২, ১১৩।

করেছে। কোথায় স্কুলড্রেস আর কোথায় হিজাব। সম্পূর্ণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে আমোদিনী পালকে ফাঁদে ফেলা হয়েছে। পরে ফেসবুকে আমোদিনী পালের একটি ভিডিও বার্তা পাওয়া যায়, যাতে এই বক্তব্য পরিষ্কার।

দাউল বারবাকপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও গণমাধ্যম কর্মী সাবিনা পুঁথি। পুঁথি বলেন, 'আমোদিনী পাল আমার শিক্ষিকা। তাঁকে আমি খুব ভালো করেই চিনি। নওগাঁর মহাদেবপুরে তাঁরা বেশ সভ্রান্ত পরিবার। সম্প্রীতির বন্ধন আমাদের গ্রামে বেশ সুদৃঢ়। অথচ সেই বন্ধন নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। কিছু লোকজন সম্প্রীতি নষ্ট করার জন্য এই পরিকল্পনা করেছে। সামনে ম্যাডামের প্রধান শিক্ষিকা হওয়ার কথা। সেইটা হয়ত কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে। যেভাবে আমার শিক্ষিকাকে হেনস্তা করা হয়েছে তা অন্যায়।'[২৬]

নারীর সংগ্রাম তার একার সংগ্রাম। আমার এখনো মনে আছে, আমোদিনী পালকে পরিকল্পিতভাবে ভিকটিম করা হলো। সেই সময় উনি যদি তৎক্ষণাৎ ভিডিও দিয়ে নিজের আত্মপক্ষ সমর্থন না করতেন বা কিছু গণমাধ্যম তাঁর পক্ষে না দাঁড়াত, তবে তিনিও ভয়ঙ্কর রোষানলের শিকার হতেন। এতে করে তিনি আরো বেশি মাত্রায় আক্রোশের শিকার হতেন নিশ্চিত। কেন যে এমন হয় তা পরিষ্কার নয়। তবে বারবার মনে হয়, এইসব ঘটনায় রাষ্ট্রের মদদ আছে। রাষ্ট্র যদি চায় তবে এইসব ঘটনা ঘটতেই পারে না।

সাম্প্রদায়িক হামলা, ভুক্তভোগী নারী

১৫ জুলাই ২০২২, শুক্রবার। নড়াইলের লোহাগড়া উপজেলার দিঘলিয়া গ্রামের সাহাপাড়া। সেই দিন স্থানীয় উগ্রবাদীরা সাহাপাড়ায় হামলা চালায়। বিষয় ধর্ম অবমাননা। পরে ঘটনার সত্যতা মেলে। একটা ফেইক আইডি থেকে এই কাজ করা হয়েছে, আর তাতে আক্রান্ত হয়েছে সাহাপাড়া।

হামলার সময় গ্রামে পুরুষ না থাকলেও নারী আর শিশুরা ছিল। তারা এই ঘটনা সরাসরি দেখেছে, বীভৎস এক অধ্যায়ের মুখোমুখিও হয়েছে। সেই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী দিপালী রাণী সাহা। তিনি বলেন, 'আমিও হিন্দু। শুধুমাত্র এই কারণে আমার বাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।...এই সহিংসতা কত দিন আমাদের তাড়িয়ে বেড়াবে আমি জানি না। কার কাছে বিচার চাইব? কে জীবনের নিরাপত্তা দেবে? হামলার সময় আমাকে যদি সামনে পেত তাহলে নিশ্চিত মৃত্যু ছিল আমার। ভগবান আমাকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু, এভাবে কি বেঁচে থাকা যায়? আমার পরনের এই শাড়িটা ছাড়া এখন আর কিছুই নেই।'[২৭]

---

[২৬] মুক্তকথা, আমোদিনী পাল, লতা সমাদ্দাররা টার্গেট কেন, বিনয় দত্ত, সময় টিভি, ১০ এপ্রিল ২০২২।

[২৭] নড়াইলে হামলা, 'আমরা হিন্দু, এই কারণে আমাদের ওপর হামলা করেছে': এক মাসের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো হামলার পর গ্রাম ছাড়তে শুরু করেছেন স্থানীয়রা, দীপংকর রায়, দ্য ডেইলি স্টার, ১৭ জুলাই ২০২২।

সংকট এমন পর্যায়ে রূপ নিয়েছে যে, এর থেকে মুক্তি আসলে কেউই চায় না। কখনো পোশাক, কখনো টিপ, কখনো ধর্ম, কখনো গুজব, কখনো সাম্প্রদায়িকতার কারণে নারীরা ভিকটিম হচ্ছে। আমরা জানি না এর পরের চাপ্টার কী? কোথায় গিয়ে এই আক্রোশ থাকবে তা অজানা। এইভাবে চলতে থাকলে এই দেশের নারীরা আরো বেশি বলি হবেন উগ্রতার, ধর্মান্ধতার। এই সংকট কাটবে কবে তা জানি না। তবে কখনো নিশ্চয়ই এ অন্ধকার দূর হবে সেই আশায় পথ চেয়ে থাকি।

বিনয় দত্ত কথাসাহিত্যিক ও সাংবাদিক। benoydutta.writer@gmail.com